সংবাদ

তারিখ 06 FEB 2016
পৃষ্ঠা ...২.৩ কলাম ...২...

রাতোয়াল রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়

রবিঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত

মাটির স্কুল ঘর ভেঙে ফেলায় এলাকাবাসীর ক্ষোভ

প্রতিনিধি, রানীনগর (নওগাঁ)

নওগাঁর রানীনগর উপজেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত উচ্চ বিদ্যালয়ের এসিখ্যাত মাটির ঘড়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনর্নির্মাণের অজুহাত দেখিয়ে ভেঙে ফেলায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। ইতিহাস ঐহিত্যের নিদর্শন রবী ঠাকুরের স্মৃতি রাতোয়াল গ্রাম থেকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্রের অংশ বলে স্থানীয়রা অনেকেই মনে করেন।

জানা গেছে, উপজেলা সদর হতে প্রায় ১৪ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত রাতোয়াল গ্রাম। তৎকালীন কালীগ্রাম পরগনার রাতোয়াল গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বসবাসরত মানুষের মাঝে শিক্ষার আলো বিস্তারের লক্ষ্যে ১৮৮৫ সালের শুরুর দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া কালীগ্রাম পরগনার জমিদারী দেখাশুনার জন্য মাঝে মধ্যেই রাতোয়াল গ্রামে আসতেন। সেই সময়ের কিছু পণ্ডিতদের সার্বিক পরামর্শে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চ বিদ্যালয় করার লক্ষ্যে রাতোয়াল গ্রামের আজিজুল্লাহ্ আকন্দের বৈঠকখানায় প্রাথমিকভাবে শিক্ষাদান শুরু করেন। পরে এর প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পতিশর ষ্টেটের নিজস্ব সম্পত্তির ওপর রাতোয়াল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে ৬ বিঘা জমিতে ৪টি মাটির ঘড় তৈরি করে ওই গ্রামের আব্বাছ আলীকে হেড পণ্ডিত করে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠদান শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ম্যানেজার শ্যামানন্দ গুহ কালিগ্রাম পরগনার মূল জমিদারি পতিশর স্ট্রেট এবং সাব-স্ট্রেট হিসেবে তার ছেলে নিত্যানন্দ গুহ রাতোয়াল এলাকা দেখাশুনা করতেন। পরগনার সার্বিক সহযোগিতায় তৎকালিন সময়ে বেশকিছু শিক্ষানুরাগী রাতোয়াল গ্রামের আকবর আলী আকন্দ, শমসের আলী আকন্দ, কফিল আলী আকন্দ এবং এরফান আলী আকন্দদের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থে ১৯১৩ সালে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভসহ বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়। বিদ্যালয়টির সার্বিক অবকাঠমো ও শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ও শান্তি নিকেতনের প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়াও দেশের মন্ত্রী, এমপি, সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রবীন্দ্র গবেষক, কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকসহ গুণী ব্যক্তিগুণ।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে চারটি মাটির শ্রেণীকক্ষ ভেঙে রবীন্দ্র স্মৃতি মুছে ফেলে টিন, কাঠ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি কোন প্রকার নিলাম বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সব কিছু বিক্রয় করা হয়েছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য ইসরাফিল আলম এমপি বিদ্যালয়টি সংস্কারের জন্য গত বছর টিআর প্রকল্পের দুই টন চাল অনুদান দিলেও তা সংস্কার না করে ঘড়গুলোই ভেঙে ফেলা হয়েছে। ইতিহাস ঐহিত্যের নিদর্শন রবী ঠাকুরের স্মৃতি বিজরিত মাটির তৈরি ঘড়গুলো ভেঙে ফেলায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

রাতোয়াল রবীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সভাপতি কেসি মহিদুল আলম (নিলু চৌধুরী) জানান, দীর্ঘদিনের পুরাতন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় মাটির কক্ষগুলো প্রতিবছর সংস্কার করা ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অর্থ জোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। যার কারণে রেজুলেশনের মাধ্যমে পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্তক্রমে কক্ষগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সোনিয়া বিনতে তাবিব জানান, বিশ্বকবির স্মৃতিবিজড়িত বিদ্যালয়ের মাটির ঘড়গুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদ্যালয়ের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠায়। তারা আমাকে জানাই গত বছর এপ্রিল মাসে ঝড়ে শ্রেণী কক্ষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারা ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই ওই মাটির ঘরগুলো অপসারণ করে। তবে আইনগতভাবে ঘড়গুলো ভাঙা ঠিক হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বিদ্যালয়ের ঘড়গুলো কোন প্রক্রিয়ায় ভাঙা হয়েছে তার যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।